ঘুরে ফিরে এবারো সেই অতি পরিচিত ‘পৃথিবী দিবস’ এলো !

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্
ইথাকা, নিউ ইয়র্ক

২০০৬ সনের পৃথিবী দিবস সর্বত্র ২২ই এপ্রিলে উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এশিয়ার দেশ সমূহ হতে পশ্চিমী দেশগুলোতে ‘পৃথিবী দিবস’ এর কদর অনেক বেশী। সে’ কারণে আমেরিকা, কেনাডা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ’দিনটি সোৎসাহসের সাথে পালিত হয়ে থাকে।

ক’দিন আগে আপিসের এক বন্ধু আমাকে এ-মেইলে এই দিনটির কথা আগে থেকেই মনে করিয়ে দিলেন আর সাথে সে’দিনের একটা কর্মসূচীও পাঠাতে ভুললেন না। নিউ ইয়র্ক অঙ্গ-রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত ছোট এক শহর হচ্ছে ইথাকা যেখানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অবস্থিত। সে’কারণে এই শহরে পরিবেশ আন্দোলন ও তার শোধন কল্পে অনেক প্রফেসর আর ছাত্ররা বেশ উৎসুক। এটাইতো স্বাভাবিক। এখান থেকে মাত্র ৪-৫ ঘন্টা বিরামহীন গাড়ী চালালে অনায়াসে নিউ ইয়র্ক শহরে পৌছানো যায়। কিন্তু মনন-মানসিকতার দিক থেকে ইথাকা আর নিউ ইয়র্ক যেন দুই মেরুতে অবস্থান করছে। ইথাকার পরিবেশকে দুষণ-মুক্ত রাখার জন্য এখানকার লোকরা কতই না যেন যত্নবান। আর নিউ ইয়র্ক শহরের কথা উল্লেখ করে সেই মহানগরবাসীদের লজ্জায় ফেলতে চাই না ! সেখানে তো অধিক মাত্রায় তৃতীয় বিশ্বের লোকরা অভিবাসন নিয়ে জীবনধারণ করছেন। সেই কারণে বা বড় শহর হবার দরুন সেখানে দুষণ-মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোক সংখ্যার আধিক্যের জন্য সেখানে বাস্তুসংস্থান বা ইকোলোজী বজায় রাখা এক মহা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি যে কেবল নিউ ইয়র্কের বেলায় উপযোগী তাই নয়, আমেরিকার অন্য মেগা-শহর যেমন চিকাগো ও লস-এঞ্জেলেসের বেলায়ও প্রযোজ্য।

দক্ষিণ এশিয়ায় সুস্থ পরিবেশ নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু প্রাথমিক শিক্ষার আশু দরকার হয়ে পড়েছে। অশিক্ষিত ও নিম্নবিত্তদের কথা না হয় বাদই দিলাম, শিক্ষিত সমাজেও সুস্থ পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্য তেমন বেশী জনসাধারণ পাওয়া যাবে না। আজ যে সারা বিশ্ব জুড়ে ‘পৃথিবী দিবস’ পালণ করা হলো সে খবরটা ঢাকার একটি মাত্র কাগজে বের হয়েছে আর বাকী সব খবরের কাগজের সম্পাদকরা তা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। এটা থেকে যা বুঝার তা বুঝে নিন। এটি বললে অনাধিকার চর্চা হবে না যে দেশে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কারু নিদ্রা ব্যাঘাত হচ্ছে না।

দেশে জনসংখ্যা অতি মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার জন্য পরিবেশের দূষণ হচ্ছে নিঃসন্দেহে। তাই, কি করে জনসংখ্যা সীমিত রাখা যায় সে’ব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আজকের এই ‘পৃথিবী দিবস’ এ সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। পৃথিবীর সব জায়গায় যাতে আগামীতে পরিবেশ নির্মল হয়ে উঠে সে আশাই করি। আমাদের ধরাটি আরো সুন্দর হোক, এর পরিবেশ নির্মল হোক, সব জায়গা পাখীর কলতানে মুখরিত হোক সেটাই কামনা করি।